সিডনিতে তপন চৌধুরী'র কনসার্ট

মীর সাদেক হোসেনঃ সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা। সেই সব মানুষের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে স্থানীয় শিল্পীদের আর দুই বাংলার শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কনসার্টের আসর।

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাঙালীদের আনন্দ দিতে গাংচিল মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন উপহার দিল তপন চৌধুরীর লাইভ কনসার্ট। এটাই গাংচিলের প্রথম আয়োজন। প্রথম হলেও লাইভ কনসার্টের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই দক্ষ হাতে সামাল দিল গাংচিল। মনেই হল না প্রথম। লাইভ কনসার্টের আয়োজনের জন্য যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা চোখে পড়লে সবক্ষেত্রে। আর গাংচিলের এই আয়োজনকে সফল করতে পৃষ্ঠপোষকতার ঝুলি নিয়ে সাথে ছিল সিডনীর জনপ্রিয় খাবারের রেস্তোরা 'বনফুল' আর ট্রাভেল সংক্রান্ত জটিলতা থেকে উদ্ধার করতে সদা প্রস্তুত 'আনন্দ ট্রাভেল'।

সংগীত শিল্পী হিসেবে তপন চৌধুরীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। যারা বাংলাদেশের সংগীত জগত সম্পর্কে অল্প বিস্তর জানেন তারা সকলেই ভাল করে তার সংগীত প্রতিভার সাথে পরিচিত। বাংলা ভাষায় সংগীতের যত বিভাগ আছে তারা প্রতিটিতেই তিনি এক কথায় অতুলনীয় তা সে পল্লীগীতি হোক আর ব্যান্ড সংগীতই হোক। তপন চৌধুরীকে কনসার্টে সঙ্গ দেবার জন্য সাথে এসেছিলেন জনপ্রিয় কি-বোর্ডিস্ট কাম গিটারিস্ট ইফতেখার হোসেন পিন্টু।

মারানায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত জানতাম শুধু তপন চৌধুরীর লাইভ কনসার্ট সাথে রাতের আহারের সুব্যবস্থা। মেনু বিরানি। সৌজন্যে বনফুল। পৌঁছে বুঝলাম বিস্মিত হবার আছে আর অনেক বাকী।

প্রথমেই শুনলাম কনসার্ট ওপেন করবে সিডনীর জনপ্রিয় ব্যান্ডদল কৃষ্টি। তারপর শুনলাম অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য সুদূর পার্থ থেকে উড়ে এসেছেন হাসনা হেনা। হাসনা হেনার সাথে দেখা হতেই মনে হল ওনাকে যেন কোথায় দেখেছি। তারপর একথা-সেকথায় মনে পড়ল হাসনা হেনাকে বিটিভি-তে দেখেছি। একসময় টিভির রুপালী পর্দায় হাসনা দর্শকদের মনে ঝড় তুলে ছিলেন চলচ্চিত্র বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'চিত্র জগত' দিয়ে। সময়টা ১৯৯৭ থেকে ২০০১। দেখুন তো মনে পড়ে কিনা।

অনুষ্ঠান শুরুর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী থাকতে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে সিডনীর জনপ্রিয় ব্যান্ডদল কৃষ্টি-র। নীলাঞ্জনাকে অনুরোধ জানানোর মধ্য দিয়ে কৃষ্টি-র শুরু। গানের কথা নীলাঞ্জনা, ওই নীল নীল চোখে চেয়ে দেখ না। নিজেদের একটি মৌলিক গান 'অপেক্ষা' সহ মোট চারটা গান পরিবেশন করে কৃষ্টি।

কৃষ্টি-র পরিবেশনার পর মিনিট পাঁচেক বিরতি দিয়ে মঞ্চে আসেন কনসার্টের মূল আকর্ষণ তপন চৌধুরী সাথে ইফতেখার হোসেন পিন্টু। কৃষ্টি-র পরিবেশনা শেষ হয়ে গেলে মঞ্চ থেকে নেমে যায় সুশান্ত,

শোয়েব এবং শুভ আর থেকে যায় কৃষ্টি-র ইমন বেজে, তপন ডিকস্টা লিড গিটারে আর সঞ্জয় ড্রামে। সাথে তবলায় যোগ দেয় সিডনীর লোকাল তবলিয়ে তাইফ রহমান আর শান্তনু কর।

একটি দেশের গান দিয়ে দেশকে সম্মান জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে শুরু করেন তপন চৌধুরী। তারপর মনেকর তুমি আমি, মুখরিত জীবন, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, নদী এসে পথ, তুমি আমার প্রথম সকাল, কান্দে কেন মন, আকাশের সব তারা ঝরে যাবে, অনাবিল আশ্বাসে হৃদয়ের বন্দরে, তুমি কেমনে এত নিঠুর হইলা, সবকিছু ছাড়তে পারি তোমাকে ছাড়তে পারি না, এ ধরণের বেশ কিছু জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। তপন চৌধুরীর সাথে রুপালী রাতে তোমারি হাত দুটি গানে এবং আর ফিরে না গেলেই কি নয়-তে ডুয়েট করেন যথাক্রমে রত্না কর এবং মিতা হক।

মাঝখানে দশ মিনিটের একটা ছোট্ট বিরতি ছিল। সেই বিরতিতে আনন্দ ট্রাভেলসের শামীম তপনদাকে আর বনফুলের তানভীর পিন্টু ভাইকে সিডনী-বাসীদের ভালবাসার স্মারক হাতে তুলে দেন। এভাবে গানে গানে কখন যে ঘড়ির কাঁটা দুই ঘণ্টার উপরে চলে গেছে কারো তা খেয়ালই নেই। আবালবৃদ্ধবনিতার গান শোনার তৃষ্ণা যেন আর মেটেই না। তপন দা এসেছিলেন, যাবার সময় সিডনীর দর্শক-শ্রোতার মনে শুধু মন ছুঁয়ে গেলেন।